সিড্‌নীতে আশা ভোঁসলে সন্ধ্যা

জামিল হাসান সুজন

সিড্‌নীস্থ ভারতীয় একটি পত্রিকা ও একটি সাংস্কৃতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পর পর দু'দিন ব্যাপী সিড্‌নীর অপেরা হাউস মিলনায়তনে আশা ভোঁসলের মনোজ্ঞ(!) সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। ভারতীয় তথা সারা বিশ্বের সংগীত জগতের জীবন্ত কিংবদন্তী আশা ভোঁসলেকে কাছ থেকে একবার দেখা ও তার মোহময়ী কণ্ঠের গান শুনতে সহস্র লোকের আগমন ঘটেছিল অপেরা হাউস আঙ্গিনায়। প্রায় মাসাধিক পূর্বেই টিকেট ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে অনেকেই আফসোসের আগুনে পুড়েছেন।

সেদিন ছিল শনিবার, মার্চ মাসের ১০ তারিখ। সার্কুলার কুয়ে স্টেশনে এসে যখন নামলাম তখন সময় বিকেল ৭টা২২, লক্ষ প্রাণের মেলা বসেছে যেন । আকাশে ভাসমান ছাড়া ছাড়া মেঘ আর চারিদিকের প্রবল বাতাসে আনন্দের হিল্লোল। জেটিতে দাঁড়ানো বিশাল আকৃতির ফেরি, সাগরের এই চ্যানেলে ঢেউয়ের খেলা। ধীরে ধীরে অপেরা হাউসের দিকে এগিয়ে গেলাম। অপেরা হাউসের সিঁড়িগুলিতে মানুষে মানুষে টইটম্বুর। সবাই বসে আছে কোন একটি অনুষ্ঠানের অপেক্ষায়। প্রথমে ভেবেছিলাম এখানেই কি আগমন ঘটবে আশা দেবীর, পরে বুঝলাম অজিদের কোন অনুষ্ঠান হবে এখানে। ভারতীয় নর নারীদের অনুসরণ করে অপেরা হাউসের ভিতর বাড়িতে প্রবেশ করলাম । নির্ধারিত আসনে গিয়ে বসলাম। ছিমছাম মনোরম পরিবেশ, সুবেশী নর নারী চুপচাপ অপেক্ষা করছেন এই চমৎকার সন্ধ্যাটি উপভোগের প্রত্যাশায়। এদের মধ্যে আনুমানিক শতকরা ৮৫জন ভারতীয়, ১০জন অজি ও অভারতীয় এবং ৫জন বাংলাদেশী।

নির্ধারিত সময় ঠিক আটটায় হল ঘরের বাতিগুলি নিভে এল, মঞ্চে জ্বলে উঠলো হাল্কা স্বপ্নিল আলো। মঞ্চে আবির্ভূত হল কয়েকজন বাদ্যযন্ত্রী- অবশ্যই তারা ভারতীয় নয় এবং শ্বেতাংগ। তারা মাথা নীচু করে দর্শকদের অভিবাদন জানালেন। তারপর শুরু হল বাদ্য বাদন । সুরের মুর্ছনায় আলোড়িত হল মহল। এদের মধ্যে যিনি পালের গোদা তিনি মাঝে মাঝে কথা বলছিলেন । বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ঢঙ্গের বাজনা বেজে চলল। পুরুষ বাদ্যযন্ত্রীদের সাথে যোগ হল একজন চাইনীজ রমণী। এরপর কাবুলি পোশাক পরা এক স্বাস্থ্যবান ভারতীয় ভদ্রলোক তবলা আর ঢোল বাজানোর জন্য এদের সাথে যোগ দিলেন। বাজনার বিরাম নেই। কিন্তু কোথায় আশা ? আশা নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান দর্শক। তবে কি ভুল কোন অনুষ্ঠানে চলে এসেছে সবাই? ধীরে ধীরে দর্শকদের অসহিষু-তা বেড়ে চললো, উসখুস করতে লাগলো সবাই। দু একজন বলেই ফেললো, 'আশা ভোঁসলে কোথায়, আমরা তাকে দেখতে চাই।' এক ঘন্টা বাদ্য কীর্তনের পর বিরতি ঘোষণা করা হল। জ্বলে উঠলো হল ঘরের সকল বাতি।

পনের মিনিটের বিরতি শেষে আবারো সেই স্বপ্নালোকিত রং মহল। আবারও হাজির সেই বাদ্যযন্ত্রী দল। তবে পালের গোদা এবার বিশ্বের অন্যতম গায়িকা সংগীতের দেবী সুকণ্ঠী আশা ভোঁসলেকে মঞ্চে আহ্বান করলেন। দর্শকের মুহুর্মুহু করতালিতে সংগীতের স্বপ্ন দেবী এবার আমাদের সামনে আগমন করলেন। পরনে সাদা শাড়ী , খোঁপায় সাদা ফুলের ঝালর। এই সেই কিংবদন্তী। সেই শৈশব কাল থেকে যার সুমধুর

গান শুনে বড় হয়েছি আর ভেবেছি এত মধুর গানের কণ্ঠ বিধাতা নিজ হাতে এই শিল্পীকে দান করেছেন।

প্রথমে এসে করজোরে সবার উদ্যেশ্যে প্রণাম জানালেন এই মহীয়সী। তারপর শুরু করলেন কথা, হাস্যরস। হিন্দী, ইংরেজীর সাথে হঠাৎ দু একটা বাংলা- যেমন 'একটু দাঁড়ান।' খুব বিনীত ভংগীতে জানালেন, তাঁর ইংরেজী ভাল নয়, অনেকটা এখানে উপস্থিত শেতাঙ্গ বাদ্যযন্ত্রীদের হিন্দী বলার মত। সামনের আসনের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় হাই কমিশনার কোথায় বসে আছেন জানতে চাইলেন। আরও জানতে চাইলেন এখানে উপস্থিত দর্শকেরা সবাই ভারতীয় কিনা। দর্শকেরা সমস্বরে জানালো, হ্যাঁ তারা ভারতীয়।

আশা 'ইয়াহু' বলে আনন্দ উল্লাস করলেন। তারপর বললেন, আমি হিন্দিতেই কথা বলছি তবে এ ব্যাচারা পাঁচজন বাদ্যযন্ত্রী আমেরিকানের কি হবে, আমরা কথা বলব আর ওরা বোকার মত শুনবে। হাসির হল্লা পড়ে গেল সমগ্র হল রুমে।

শুরু হলো গান - চুরালিয়া হে- -। দর্শকদের করতালিতে ফেটে পড়লো অপেরা হাউস। দ্বিতীয় গানের শুরুতে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'এবার একটা বাংলা গান গাই, কি চলবে?' দর্শকদের উল্লসিত সমর্থন নিয়ে শুরু হল - একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাও- -। গান শেষ হওয়ার পর বললেন, আসলে এই বাদ্যযন্ত্রীরা যে গান গুলো কম্পোজ করেছেন আজ শুধু সেই গান গুলোই গাইবো। এক পর্যায়ে বাদ্যযন্ত্রীদের সর্দার আর ডি বর্মনের এমনই গুণ কীর্তন করতে লাগলেন তখন আশা দেবী হেসে বললেন, 'আর ডি বর্মনই সব, আমি কিছুই না।' যাই হোক আবারও শুরু হল গান।' দু একটি গান করার পর আশা দেবী পাঁচ মিনিটের জন্য ছুটি চাইলেন। মঞ্চের ওধারে শিল্পী অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর আবারো বাদ্য বাজনা। আর ডি বর্মনের দু'টি গানের মিউজিক বাজিয়ে শোনানো হল।

নিজ বাড়ীর পুষ্প কাননে আশা ভোঁসলে

আবারও আশা দেবী আলো আঁধারীতে ঘেরা সেই রহস্যময় মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। শাড়ী পালটে এসেছেন। নীলাভ শাড়িতে চুমকি বসানো। আবার কথা, গান, কৌতুক। বললেন, 'আমি কত তাড়াতাড়ি শাড়ী পালটাতে পারি দেখেছেন? স্বামীদেরকে বলছি, আপনাদের স্ত্রীরা কিন্তু আমার মত এত দ্রুত শাড়ী পালটাতে পারবেনা।' দম মারো দম- - গানটি গাওয়ার আগে বললেন,' এই গানের কম্পোজ করার পর পঞ্চম (আর ডি বর্মন) প্রথম যখন আমাকে শোনান, আমি গানটির কথা,সুর ও মিউজিক কম্পোজ শুনে খুব বিরক্ত হয়েছিলাম - এটা আবার কেমন ধারা গান? জিনাত আমানের লিপ্সিঙ্গে গানটি ছায়াছবিতে চিত্রায়িত হয় এবং মজার ব্যাপার হল এই গানটির জন্য ছবিটিও হিট করে।'

একটি গানের সাথে তিনি সামান্য নাচও দেখালেন এবং সেই বাদ্যযন্ত্রিদের প্রধানকেও আহ্বান করলেন তাঁর সাথে নাচার জন্য। পরে জানালেন আগামী ছয় মাস পর তিনি পঁচাত্তর বছর বয়সে পদার্পন করবেন। কথাটি বলে তিনি কিছু সময় ফ্যাশন গার্ল দের মত একটি ভংগী করে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার এই যে, তাঁকে দেখে তাঁর বয়সের চেয়ে অন্ততঃ বছর কুড়ি কম মনে হচ্ছিল।

ক্রমশঃ উপভোগ্য হয়ে উঠছিল অনুষ্ঠানটি। হঠাৎ আশা দেবী ঘোষণা দিলেন, এটাই আমার শেষ গান। দর্শক ভাবলো এও বুঝি কৌতুক। গান শেষে সত্যি যখন তিনি চলে যেতে লাগলেন দর্শক হতবাক হয়ে গেল, অন্ততঃ আর একটি গান। প্রিয়া তু আপকা আজা- - অনেক্ষণ ধরে এই গানটির জন্য দর্শকদের তরফ থেকে অনুরোধ আসছিল । আবার ফিরে এসে সেই গানটিই গাইলেন তিনি। তারপর বিদায় ঘন্টা বাজলো পুরো অনুষ্ঠানের। সর্ব সাকুল্যে ৬/৭ টি গান গেয়েছেন এই গানের দেবী। দর্শকদের আশা ও প্রত্যাশাকে এভাবে হতাশায় নিমজ্জিত করার জন্য কে বা কারা দায়ী জানা নেই। তবে হল থেকে বের হতে হতে দর্শকেরা আয়োজকদের শাপ শাপান্ত করে গুষ্ঠি উদ্ধার করে দিচ্ছিলেন।

অপেরা হাউস থেকে যখন বের হলাম তখন দেখলাম বাইরের সেই অনুষ্ঠান শেষ, ভাঙ্গা হাটের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জিনিস পত্র। চমৎকার শরতের রাত। বাতাসে মৃদু শীতের অনুভূতি। পানির ধার ঘেঁষে শত শত তরুণ তরুণী পান অনুপান আর নানা আমোদ প্রমোদে মত্ত। পানির মৃদু স্রোতের শব্দ আর ঐ তরুণ তরুণীদের হৈ হল্লার শব্দ ছাপিয়ে আশা ভোঁসলের গাওয়া গান গুলির সুর হৃদয় আর মস্তিষ্কে অনুরণিত হচ্ছে আর সেই সাথে মনের মাঝে অস্বস্তি আর ক্ষোভ গুমরে উঠছে। বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, হে আয়োজকদ্বয়, দর্শক শ্রোতাদের কষ্টার্জিত টাকা নিংড়ে নিয়ে কেন এই প্রতারণা, কেন এই ধাপ্পাবাজী?

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ১৬/০৩/২০০৭